

Teacher's Content

বাংলাদেশের সংবিধান-০৩

- ✓ দশম ভাগ : সংবিধান সংশোধন (অনুচ্ছেদ ১৪২)
- ✓ একাদশ ভাগ : বিবিধ (অনুচ্ছেদ ১৪৩-১৫৩)
- ✓ তফসিল (Schedule)

- ✓ শপথ গ্রহণ
- ✓ সাংবিধানিক পদ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

Content Discussion

দশম ভাগ : সংবিধান-সংশোধন (অনুচ্ছেদ ১৪২)

অনুচ্ছেদ	বিষয়
১৪২	সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা

একাদশ ভাগ : বিবিধ (অনুচ্ছেদ ১৪৩-১৫৩)

অনুচ্ছেদ	বিষয়
১৪৩	প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি
১৪৪	সম্পত্তি ও কারবার প্রভৃতি প্রসঙ্গে নির্বাহী কর্তৃত্ব
১৪৫	চুক্তি ও দলিল
১৪৫ক	আন্তর্জাতিক চুক্তি
১৪৬	বাংলাদেশের নামে মামলা
১৪৭	কতিপয় পদাধিকারীর পারিশ্রমিক প্রভৃতি
১৪৮	পদের শপথ
১৪৯	প্রচলিত আইনের হেফাজত
১৫০	ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি
১৫১	রহিতকরণ
১৫২	ব্যখ্যা
১৫৩	প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ

তফসিল (Schedule)

তফসিল	বিষয়
প্রথম তফসিল	অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন
দ্বিতীয় তফসিল	রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন [বিলুপ্ত]
তৃতীয় তফসিল	শপথ ও ঘোষণা
চতুর্থ তফসিল	ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি
পঞ্চম তফসিল	১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ
ষষ্ঠ তফসিল	১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

সপ্তম তফসিল	১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র
-------------	---

তথ্য কণিকা

- ১৪৩(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী- সংসদ সময়ে সময়ে আইনের দ্বারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমা, জলসীমা ও মহীসোপানের সীমা নির্ধারণ করতে পারবে।
- ১৪৫(২ক) অনুযায়ী- বিদেশের সাথে সম্পাদিত সব চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি সেগুলো সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করবেন। তবে জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট চুক্তি সংসদের গোপন বৈঠক পেশ করা হবে।
- 'বাংলাদেশ' এই নামে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বা বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে- ১৪৬ অনুচ্ছেদ বলে।
- ১৫২(১) অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে- অধিবেশন, আইন, অর্থবছর, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রপতির শৃঙ্খলাবাহিনী প্রভৃতি সংবিধানে ব্যবহৃত শব্দের।
- ১৫৩(৩) অনুচ্ছেদ মতে বাংলাদেশের সংবিধানের মূল পাঠ বা বিরোধের ক্ষেত্রে যে পাঠ প্রাধান্য পাবে- বাংলা পাঠ।
- গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ যুক্ত করা হয়- পঞ্চম তফসিলে (১৫০(২) অনুচ্ছেদ)।
- ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংযোজন করা হয়- সপ্তম তফসিলে (১৫০(২) অনুচ্ছেদ)।

- পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়ে গেছে- সংবিধানের সপ্তম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সংশোধনী।
- চারটি সংশোধনীর মধ্যে তিনটি ছিল- চতুর্থ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত।
- চতুর্থ তফসিলের সংশোধনী সম্পর্কে বলা হয়েছে- অনুচ্ছেদ ৩(ক), ১৮, ১৯ (সপ্তম সংশোধনী) এবং ২৩ বিলুপ্ত।

৩০ নিচের প্রশ্নগুলো Solve করি

- বাংলাদেশে অবস্থিত প্রকৃত মালিকবিহীন যে কোন সম্পত্তি গণপ্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হওয়া সংক্রান্ত বিধানটি সংবিধানের কত অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে?
ক. ১৪৫(২) খ. ১৪৩(১)(গ)
গ. ১৪৭(৩) ঘ. কোনটিই নয়
- বাংলাদেশের সংবিধানের আইনের সংস্থা দেওয়া আছে?
ক. ১০৭ ধারা খ. ৮২ ধারা
গ. ১৫২ ধারা ঘ. ১৫৩ ধারা
- ‘আইন’ অর্থ কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোন প্রথা বা রীতি আইনের এ ব্যাখ্যা কোথায় প্রদান করা হয়েছে?
ক. The General Clauses Act, ১৮৯৭
খ. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান
গ. The Code of Civil procedure, ১৯০৮ এ
ঘ. The Civil courts Act, ১৮৮৭ এ
- বাংলাদেশের সংবিধান ক’টি ভাষায় রচিত?
ক. একটি খ. দুটি
গ. তিনটি ঘ. চারটি
- বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে কয়টি পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তির শপথগ্রহণ বা ঘোষণাপত্র পাঠের বিষয় উল্লেখ আছে?
ক. ৭ খ. ৮
গ. ৯ ঘ. ১০
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির শপথ বাক্য পাঠ করান কে?
ক. প্রধান বিচারপতি খ. স্পিকার
গ. প্রধানমন্ত্রী ঘ. আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি
- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে শপথ বাক্য পাঠ করান-
ক. রাষ্ট্রপতি খ. স্পিকার
গ. প্রধান বিচারপতি ঘ. প্রধান নির্বাচন কমিশনার
- বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদকে শপথ পাঠ করান-
ক. প্রধান বিচারপতি খ. রাষ্ট্রপতি
গ. প্রধানমন্ত্রী ঘ. স্পিকার প্রধান
- সরকারি কর্ম কমিশনের শপথ বাক্য পাঠ করান কে?
ক. প্রধানমন্ত্রী খ. রাষ্ট্রপতি

গ. প্রধান বিচারপতি

ঘ. স্পিকার

১০. ‘The Proclamation of Independence’-সংবিধানের কোন তফসিলে সন্নিবেশিত হয়েছে?

ক. ৪র্থ

খ. ৫ম

গ. ৬ষ্ঠ

ঘ. ৭ম

উত্তরমালা									
১	খ	২	গ	৩	খ	৪	খ	৫	গ
৬	খ	৭	ক	৮	খ	৯	গ	১০	গ

সংবিধান সংশোধন

সংবিধান সংশোধনের কথা বলা হয়েছে বাংলাদেশ সংবিধানের দশম ভাগের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে। সংবিধানের সংশোধন সম্পর্কিত অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ:-

অনুচ্ছেদ- ১৪২ : সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা

এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা স্বত্বেও-

ক. সংসদের আইন-দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারবে।

(অ) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ণ শিরোনামে এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না;

(আ) সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যান্য দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোনো বিলে সম্মতিদানের জন্য তারা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না;

খ. উপরি-উক্ত উপায়ে কোনো বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন এবং তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

সংবিধানের কিছু অনুচ্ছেদ সংশোধনের অযোগ্য বলে বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম ভাগের ৭খ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে। এই সম্পর্কিত অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ:-

অনুচ্ছেদ- ৭খ : সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য
সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।

সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

এই পর্যন্ত বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭টি সংশোধনী গৃহীত হয়েছে।
সংশোধনীগুলোর সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

□ প্রথম সংশোধনী

১৯৭৩ সালে ১৫ জুলাই সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আনা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধে লিপ্ত বন্দী পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের বিচারের জন্য এই সংশোধনী করা হয়।

তথ্য কণিকা

- প্রথম সংশোধনী গৃহীত হয়- ১৫ জুলাই ১৯৭৩।
- প্রথম সংশোধনী উত্থাপন করেন- আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর।
- প্রথম সংশোধনীর বিষয়- যুদ্ধাপরাধীসহ অন্যান্য গণবিরোধীদের বিচার।

□ দ্বিতীয় সংশোধনী

জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিধান, নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত আইন এবং মৌলিক অধিকার পরিপন্থী আইন প্রণয়নের জন্য ১৯৭৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী আনা হয়।

তথ্য কণিকা

- দ্বিতীয় সংশোধনী গৃহীত হয়- ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩।
- দ্বিতীয় সংশোধনী উত্থাপন করেন- আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর।
- দ্বিতীয় সংশোধনীর বিষয়- জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিধান।

□ তৃতীয় সংশোধনী

২৩ নভেম্বর ১৯৭৪ তৃতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ২(ক) উপ-অনুচ্ছেদকে সংশোধন করে ভারত-বাংলাদেশ সীমানা চুক্তি কার্যকর করা হয়।

তথ্য কণিকা

- তৃতীয় সংশোধনী গৃহীত হয়- ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪।
- তৃতীয় সংশোধনী উত্থাপন করেন- আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর।
- তৃতীয় সংশোধনীর বিষয়- বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত চুক্তি অনুমোদন এবং বেরুবাড়ীকে ভারতের নিকট হস্তান্তর।

□ চতুর্থ সংশোধনী

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী করা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থা, এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়।

তথ্য কণিকা

- চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হয়- ২৫ জানুয়ারী ১৯৭৫।
- চতুর্থ সংশোধনী উত্থাপন করেন- আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর।
- চতুর্থ সংশোধনীর বিষয়- একদলীয় রাজনীতি (বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক লীগ- বাকশাল) প্রবর্তন।

□ পঞ্চম সংশোধনী

৬ এপ্রিল ১৯৭৯ সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী গৃহীত হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের পর হতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ফরমানের ও প্রতিবিধানের বৈধতা দান এবং সংবিধানে ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম’ সংযোজনের নিমিত্তে এই সংশোধনী আনা হয়। ২০১০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে রায় প্রদান করে।

তথ্য কণিকা

- পঞ্চম সংশোধনী গৃহীত হয়- ৬ এপ্রিল, ১৯৭৯।
- পঞ্চম সংশোধনী উত্থাপন করেন- সংসদ নেতা শাহ আজিজুর রহমান।
- পঞ্চম সংশোধনীর বিষয়- সামরিক সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ফরমানের ও প্রতিবিধানের বৈধতা দান এবং সংবিধানে ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম’ সংযোজন।

❑ ষষ্ঠ সংশোধনী

০৮ জুলাই ১৯৮১ সালে সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনী করা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে জিয়াউর রহমানকে হত্যার পর নিয়োগকৃত উপ রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সান্তার কর্তৃক রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের পদপ্রার্থীর বিষয় বৈধকরণ করা হয়।

তথ্য কণিকা

- ষষ্ঠ সংশোধনী গৃহীত হয়- ০৮ জুলাই, ১৯৮১।
- ষষ্ঠ সংশোধনী উত্থাপন করেন- সংসদ নেতা শাহ আজিজুর রহমান।
- ষষ্ঠ সংশোধনীর বিষয়- উপ রাষ্ট্রপতির পদে থেকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান নিশ্চিতকরণ।

❑ সপ্তম সংশোধনী

১০ নভেম্বর ১৯৮৬ সালে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী করা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যম হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ শাসন আমলের সকল কর্মকাণ্ড বৈধকরণ করা হয়। ২০১১ সালের ১৫ মে আপিল বিভাগ সংবিধানের সপ্তম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেয়।

তথ্য কণিকা

- সপ্তম সংশোধনী গৃহীত হয়- ১০ নভেম্বর, ১৯৮৬।
- সপ্তম সংশোধনী উত্থাপন করেন- আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী বিচারপতি এ কে এম নুরুল ইসলাম।
- সপ্তম সংশোধনীর বিষয়- ১৯৮২ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত সামরিক শাসনের সকল কর্মকাণ্ডের বৈধতা দান।

❑ অষ্টম সংশোধনী

৭ জুন ১৯৮৮ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী আনয়ন করা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে ঢাকার বাইর হাইকোর্ট বিভাগের ৬টি স্থায়ী ব্রেঞ্চ স্থাপন এবং ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়।

তথ্য কণিকা

- অষ্টম সংশোধনী গৃহীত হয়- ৭ জুন ১৯৮৮।
- অষ্টম সংশোধনী উত্থাপন করেন- সংসদ নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ।
- অষ্টম সংশোধনীর বিষয়- রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি দেওয়া।

❑ নবম সংশোধনী

১০ জুলাই ১৯৮৯ সার্বজনীন ভোটে একই সাথে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থার জন্য সংবিধানের নবম সংশোধনী করা হয়।

তথ্য কণিকা

- নবম সংশোধনী গৃহীত হয়- ১০ জুলাই ১৯৮৯।
- নবম সংশোধনী উত্থাপন করেন- সংসদ নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ।
- নবম সংশোধনীর বিষয়- রাষ্ট্রপতির সাথে উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠান ও রাষ্ট্রপতি পদে কোন ব্যক্তিকে একাধিকক্রমে দুই মেয়াদে সীমাবদ্ধ রাখা।

❑ দশম সংশোধনী

পরোক্ষ ভোটে মহিলাদের ৩০টি সংরক্ষিত আসনের ১০ বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় রিনিউ এর ব্যবস্থার জন্য ১২ জুন ১৯৯০ সংবিধানের দশম সংশোধনী করা হয়।

তথ্য কণিকা

- দশম সংশোধনী গৃহীত হয়- ১২ জুন ১৯৯০।
- দশম সংশোধনী উত্থাপন করেন- আইন ও বিচারমন্ত্রী হাবিবুল ইসলাম।
- দশম সংশোধনীর বিষয়- সংসদে মহিলাদের জন্য ৩০টি আসন আরও ১০ বছরের জন্য সংরক্ষণ।

❑ একাদশ সংশোধনী

৬ আগস্ট ১৯৯১ সংবিধানের একাদশ সংশোধনী গৃহীত হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে প্রধান বিচারপতির নিয়োগ এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন সত্ত্বেও পুনরায় প্রধান বিচারপতির প্রত্যাবর্তন বৈধকরণ করা হয়।

তথ্য কণিকা

- একাদশ সংশোধনী গৃহীত হয়- ৬ আগস্ট ১৯৯১।
- একাদশ সংশোধনী উত্থাপন করেন- আইন ও বিচারমন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ।
- একাদশ সংশোধনীর বিষয়- অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের স্বপদে ফিরে যাবার বিধান।

❑ দ্বাদশ সংশোধনী

৬ আগস্ট ১৯৯১ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আনয়ন করা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে পুনরায় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

তথ্য কণিকা

- দ্বাদশ সংশোধনী গৃহীত হয়- ৬ আগস্ট ১৯৯১।
- দ্বাদশ সংশোধনী উত্থাপন করেন- প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।
- দ্বাদশ সংশোধনীর বিষয়- সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

❑ ত্রয়োদশ সংশোধনী

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৯৬ সালে ২৮ মার্চ সংবিধানের এয়োদশ সংশোধনী আনয়ন করা হয়। ২০১১ সালের ১০ মে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ এ সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে রায় প্রদান করেন।

তথ্য কণিকা

- ত্রয়োদশ সংশোধনী গৃহীত হয়- ২৭ মার্চ ১৯৯৬।
- ত্রয়োদশ সংশোধনী উত্থাপন করেন- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার।
- ত্রয়োদশ সংশোধনীর বিষয়- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন।

❑ চতুর্দশ সংশোধনী

মহিলা সংসদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৩০ থেকে ৪৫ এ উন্নীতকরণ, বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৬৫ থেকে ৬৭ তে বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি কারণে ২০০৪ সালের ১৬ মে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী আনয়ন করা হয়।

তথ্য কণিকা

- চতুর্দশ সংশোধনী গৃহীত হয়- ১৬ মে ২০০৪।
- চতুর্দশ সংশোধনী উত্থাপন করেন- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদদ।
- চতুর্দশ সংশোধনীর বিষয়- প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সরকারী অফিসসহ নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন, বিচারপতিদের অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধি।

❑ পঞ্চদশ সংশোধনী

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধান থেকে বিলুপ্তকরণ, ৫৮ক অনুচ্ছেদ এবং ২ক পরিচ্ছেদ (৫৮খ, ৫৮গ, ৫৮ঘ এবং ৫৮ঙ অনুচ্ছেদ) বিলুপ্ত) দলীয় সরকারের অধীনে মেয়াদ শেষ হবার আগের ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান। নির্বাচনের আগের ৯০ দিন সংসদ অধিবেশন বসার বাধ্যবাধকতা না রাখা। প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতার স্বীকৃতি এবং তার প্রতিকৃতি সরকারি অফিস সহ নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন। পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং ৭ম তিনটি তফসিল সংযোজন।

পঞ্চম তফসিল ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণের পূর্ণ বিবরণ। ষষ্ঠ তফসিল ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার টেলিগ্রাম। ৭ম তফসিল ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের পূর্ণবিবরণ।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত জরুরী অবস্থার মেয়াদকালে সর্বোচ্চ ৪ মাস। মহিলা সাংসদদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৪৫ থেকে ৫০ এ উন্নীতকরণ ইত্যাদি কারণে ৩০ জুন ২০১১ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী প্রণয়ন করা হয়।

তথ্য কণিকা

- পঞ্চদশ সংশোধনী গৃহীত হয়- ৩০ জুন ২০১১।
- পঞ্চদশ সংশোধনী উত্থাপন করেন- আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ।
- পঞ্চদশ সংশোধনীর বিষয়- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল।

❑ ষোড়শ সংশোধনী

বিচারপতিদের অভিশংসন বা অপসারণে ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর অর্পণ করে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী আনয়ন করা হয়। ২০১৬ সালের ৩ জুলাই সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে রায় প্রদান করে।

তথ্য কণিকা

- ষোড়শ সংশোধনী গৃহীত হয়- ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪।
- ষোড়শ সংশোধনী উত্থাপন করেন- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।
- ষোড়শ সংশোধনীর বিষয়- বিচারপতির অভিশংসন বা অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর অর্পণ।

□ সপ্তদশ সংশোধনী

৮ জুলাই ২০১৮ সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধনী গৃহীত হয়। আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক এ সংশোধনী জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন। জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ৫০টি সংরক্ষিত আসন আরও ২৫ বছরের জন্য সংরক্ষণ করার জন্য এ সংশোধনী আনা হয়।

তথ্য কণিকা

- সপ্তদশ সংশোধনী গৃহীত হয়- ৮ জুলাই ২০১৮।
 - সপ্তদশ সংশোধনী উত্থাপন করেন- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।
 - সপ্তদশ সংশোধনীর বিষয়- জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ৫০টি সংরক্ষিত আসন আরও ২৫ বছরের জন্য সংরক্ষণ করা।
- ** বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীগুলোর মধ্যে চারটি সংশোধনী সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত হয়। সংশোধনীগুলো হলো- পঞ্চম, সপ্তম, ত্রয়োদশ ও ষোড়শ সংশোধনী।

শপথ গ্রহণ

বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে ৯টি পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তির শপথগ্রহণ বা ঘোষণাপত্রের উল্লেখ আছে। যথা- রাষ্ট্রপতি, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, সংসদ সদস্য, প্রধান বিচারপতি বা বিচারক, প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা নির্বাচন কমিশনার, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য।

যিনি শপথ পড়ান	যাদের শপথ পড়ান
রাষ্ট্রপতি	প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ, স্পিকার ও ডেপুটি

	স্পিকার, প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি, সংসদ সদস্য
স্পিকার	রাষ্ট্রপতি, সংসদ সদস্য
প্রধান বিচারপতি	প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান (Constitutional Bodies)

- নির্বাহী বিভাগ
- আইন বিভাগ
- বিচার বিভাগ
- নির্বাচন কমিশন
- সরকারী কর্ম কমিশন (PSC)
- মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়

সাংবিধানিক পদসমূহ

১. রাষ্ট্রপতি
২. প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী
৩. স্পিকার
৪. প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি
৫. ডেপুটি স্পিকার
৬. প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার
৭. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
৮. সরকারী কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ
৯. সংসদ সদস্য (MP)

বাংলাদেশের প্রথম

এ্যাটর্নি জেনারেল	এম.এইচ. খন্দকার
প্রধান বিচারপতি	এ.এস.এম. সায়েম
প্রধান নির্বাচন কমিশনার	বিচারপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস
সরকারী কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান	ড. এ কিউ এম বজলুল করিম
মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	ফজলে কাদের মো. আব্দুল বাকী

৩ নিচের প্রশ্নগুলো Solve করি

১. The constituion of Bangladesh contains articles regarding appointments and service condition of some institutions, like Public Service Commission (PSC) Election Commission, Ombudsman. These bodies are called-
ক. Government bodies খ. State owned bodies

- গ. Constitutional bodies ঘ. Public Corporations
২. Which is the following is a constitutional organization of Bangladesh?
- ক. University Grants Commission
খ. Information Commission
গ. Election Commission
ঘ. Bangladesh Bank
৩. নিচের কোনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান?
- ক. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
খ. অ্যাটর্নি জেনারেল গ. দুর্নীতি দমন কমিশন ঘ. মানবাধিকার কমিশন
৪. নিচের কোনটি বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান?
- ক. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন খ. বাংলাদেশ আইন কমিশন
গ. পাবলিক সার্ভিস কমিশন ঘ. বাংলাদেশ তথ্য কমিশন
৫. বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন একটি-
- ক. স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা খ. সাংবিধানিক সংস্থা
গ. কর্পোরেট সংস্থা ঘ. আধাস্বায়ত্তশাসিত সংস্থা
৬. কোনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নয়?
- ক. সরকারি কর্ম কমিশন খ. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
গ. নির্বাচন কমিশন ঘ. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
৭. কোনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নয়?
- ক. নির্বাচন কমিশন খ. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

- গ. পাবলিক সার্ভিস কমিশন ঘ. রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
৮. নিচের কোনটি সাংবিধানিক পদ নয়?
- ক. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন
খ. সি.এ.জি (মহাহিসাব নিরীক্ষক জেনারেল)
গ. চীপ ইলেকশন কমিশনার
ঘ. চেয়ারম্যান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড
৯. নিচের কোনটি সাংবিধানিক পদ নয়?
- ক. প্রধান নির্বাচন কমিশনার খ. চেয়ারম্যান, সরকারি কর্মকমিশন
গ. চেয়ারম্যান, মানবাধিকার কমিশন ঘ. মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
১০. Who was the first Chief Justice of Bangladesh?
- ক. A S M Sayem খ. A N Hamidullah
গ. Kamrul Hasan ঘ. Abu Hena Mostofa Kamal
১১. বাংলাদেশের প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার-
- ক. বিচারপতি সাদেক খ. এম ইদ্রিস
গ. এটিএম মাসউদ ঘ. বিচারপতি সাত্তার

উত্তরমালা									
১	গ	২	গ	৩	খ	৪	গ	৫	খ
৬	খ	৭	খ	৮	ঘ	৯	গ	১০	ক
১১	খ								

Teacher Student Work

১. নিচের কোনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান?
- ক. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
খ. নির্বাচন কমিশন
গ. দুর্নীতি দমন কমিশন
ঘ. মানবাধিকার কমিশন
২. নিচের কোনটি বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান?
- ক. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
খ. বাংলাদেশ আইন কমিশন
গ. পাবলিক সার্ভিস কমিশন
ঘ. বাংলাদেশ তথ্য কমিশন
৩. বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন একটি-
- ক. স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা খ. সাংবিধানিক সংস্থা
গ. কর্পোরেট সংস্থা ঘ. আধাস্বায়ত্তশাসিত সংস্থা
৪. কোনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নয়?
- ক. সরকারি কর্মকমিশন খ. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
গ. নির্বাচন কমিশন ঘ. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
৫. নিচের কোনটি সাংবিধানিক পদ নয়?

- ক. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন
খ. সি.এ.জি (মহাহিসাব নিরীক্ষক জেনারেল)
গ. চীপ ইলেকশন কমিশনার
ঘ. চেয়ারম্যান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড
৬. বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি কে ছিলেন?
- ক. A S M Sayem খ. A N Hamidullah
গ. Kamrul Hasan ঘ. Abu Hena Mostofa Kamal
৭. বাংলাদেশের প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার-
- ক. বিচারপতি সাদেক খ. এম ইদ্রিস
গ. এটিএম মাসউদ ঘ. বিচারপতি সাত্তার
০৮. বাংলাদেশের সংবিধানে এখন পর্যন্ত কতটি সংশোধনী আনা হয়েছে?
- ক. ১৭ খ. ১৬
গ. ২০ ঘ. ১৯
০৯. বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর উদ্দেশ্যে কী ছিল?
- ক. জরুরি অবস্থা ঘোষণা
খ. মহিলাদের জন্য সংসদের সংরক্ষণ
গ. সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা
ঘ. ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দির বিচার অনুষ্ঠান

১০. বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে পুনঃপ্রবর্তিত হয়?
ক. অষ্টম খ. পঞ্চম
গ. একাদশ ঘ. দ্বাদশ
১১. ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশ সংবিধানের কত নম্বর সংশোধনী বিলে?
ক. চতুর্থ সংশোধনী বিল খ. পঞ্চম সংশোধনী বিল
গ. অষ্টম সংশোধনী বিল ঘ. দশম সংশোধনী বিল
১২. সম্প্রতি বাংলাদেশের সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে?
ক. ১২তম খ. ১৩তম গ. ১৪তম ঘ. ১৫তম
১৩. সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা ৪৫-এ উন্নীত করা হয়?
ক. একাদশ খ. দ্বাদশ গ. ত্রয়োদশ ঘ. চতুর্দশ
১৪. সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী গৃহীত হয়-
ক. ১৯৭৭ সালে খ. ১৯৭৮ সালে
গ. ১৯৭৫ সালে ঘ. ১৯৮২ সালে
১৫. নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রবর্তনের বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে কোন সংশোধনীর মাধ্যমে?
ক. ১৪ম সংশোধনীর খ. ১৩শ সংশোধনী
- গ. ১২শ সংশোধনী ঘ. ১০ম সংশোধনী
১৬. বাংলাদেশ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মূল বিষয় ছিল-
ক. বহুদলীয় ব্যবস্থা খ. বাকশাল
গ. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঘ. সংসদে মহিলা আসন
১৭. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে সংবিধান সংশোধনের বিধান আছে?
ক. ৮০ খ. ৯৩ গ. ১৪২ ঘ. ১৫০
১৮. ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদের’ পরিবর্তে ‘বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ’ প্রবর্তিত হয় সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে?
ক. চতুর্থ খ. পঞ্চম
গ. ষষ্ঠ ঘ. সপ্তম
১৯. বাংলাদেশ সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর বিষয়বস্তু কী?
ক. উপ-রাষ্ট্রপতি থেকে পদে নির্বাচনের বিধান
খ. রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি দান
গ. সংসদীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন পদ্ধতির প্রচলন
ঘ. জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষণ
২০. বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী কবে গৃহীত হয়?
ক. ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪ খ. ২২ ডিসেম্বর ১৯৭২
গ. ১২ জুন ১৯৭৩ ঘ. ৪ জুলাই ১৯৭৪

Practice Question

০১. চতুর্দশ সংশোধনী বিল কত জন সাংসদ হ্যাঁ ভোট প্রদান করে?
ক. ২২২ জন খ. ১২৫ জন
গ. ২২৬ জন ঘ. ২২৮ জন
০২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন-
ক. তিন চতুর্থাংশ খ. দুই-তৃতীয়াংশ
গ. সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঘ. এক-চতুর্থাংশ
০৩. সংবিধানের কোন সংশোধনী দ্বারা বাংলাদেশ উপ-রাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা হয়?
ক. পঞ্চম খ. ষষ্ঠ
গ. একাদশ ঘ. দ্বাদশ
০৪. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে সরকারি কর্ম কমিশন গঠনের উল্লেখ আছে- [৩৭তম বিসিএস]
ক. ১৩০ খ. ১৩১
গ. ১৩৭ ঘ. ১৪০
০৫. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনটি জাতীয় সংসদে কবে পাস করা হয়?
ক. ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ খ. ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
গ. ২৭ মার্চ ১৯৯৬ ঘ. ২৮ এপ্রিল ১৯৯৭
০৬. বাংলাদেশের সংবিধানে আইনের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে কোন অনুচ্ছেদে?
ক. ১৪২ খ. ১২২
গ. ১৫২ ঘ. ১১২
০৭. বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী কবে গৃহীত হয়?
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৭৫ সালে
০৮. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে রদ করা হয়েছে? [৩৭তম বিসিএস]
ক. ১২তম খ. ১৩তম
গ. ১৪তম ঘ. ১৫তম
০৯. বাংলাদেশের সংবিধানের ‘পঞ্চম সংশোধনী মামলা’ নামে বহুল পরিচিত মামলাটি পক্ষগণ-
ক. Bangladesh Italian Marble works Ltd. vs Govt. of Bangladesh and others
খ. Anwar Hossain vy Bangladesh
গ. Jafar Ali Shah vs Owner of Moon Cinema
ঘ. Auruna Sen vs Bangladesh and other

১০. কার শাসনামলে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বিল পাস হয়?

- ক. শেখ মুজিবুর রহমান খ. জিয়াউর রহমান
গ. এইচ এম এরশাদ ঘ. বেগম খালেদা জিয়া

১১. জরুরী অবস্থা জারির বিধান সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়-

- ক. প্রথম সংশোধনীতে খ. দ্বিতীয় সংশোধনীতে
গ. তৃতীয় সংশোধনীতে ঘ. চতুর্থ সংশোধনীতে

১২. কোন সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়?

- ক. তৃতীয় খ. চতুর্থ
গ. পঞ্চম ঘ. দশম

১৩. বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে কয়টি পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তির শপথগ্রহণ বা ঘোষণাপত্র পাঠের বিষয় উল্লেখ আছে?

- ক. ৭ খ. ৮
গ. ৯ ঘ. ১০

১৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির শপথ বাক্য পাঠ করান কে?

- ক. প্রধান বিচারপতি খ. স্পিকার
গ. প্রধানমন্ত্রী ঘ. আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি

১৫. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে শপথ বাক্য পাঠ করান-

- ক. রাষ্ট্রপতি খ. স্পিকার
গ. প্রধান বিচারপতি ঘ. প্রধান নির্বাচন কমিশনার

১৬. বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদকে শপথ পাঠ করান-

- ক. প্রধান বিচারপতি খ. রাষ্ট্রপতি
গ. প্রধানমন্ত্রী ঘ. স্পিকার প্রধান

১৭. সরকারি কর্ম কমিশনের শপথ বাক্য পাঠ করান কে?

- ক. প্রধানমন্ত্রী খ. রাষ্ট্রপতি
গ. প্রধান বিচারপতি ঘ. স্পিকার

১৮. 'The Proclamation of Independence'- সংবিধানের কোন তফসিলে সন্নিবেশিত হয়েছে?

- ক. ৪র্থ খ. ৫ম
গ. ৬ষ্ঠ ঘ. ৭ম

উত্তরমালা

০১	গ	০২	খ	০৩	ঘ	০৪	গ	০৫	গ
০৬	গ	০৭	খ	০৮	ঘ	০৯	ক	১০	খ
১১	খ	১২	খ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	ক
১৬	খ	১৭	গ	১৮	গ				